দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...18-MAR 2012...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

শিশু গ্রন্থমেলা : শুভ উদ্যোগ

'পড়ব যত জানব তত, বন্ধু নাই বইয়ের মতো'—এই স্লোগান সামনে রাখিয়া শুধু শিশুদের জন্য একটি গ্রন্থমেলার আয়োজন করিয়াছে শিশু একাডেমী। রাজধানীর শিশু একাডেমী চত্বরে গত বৃহস্পতিবার ১২ দিনব্যাপী এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিয়াছেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শিরীন শারমিন চৌধুরী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই মেলা চলিবে আগামী ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস অবধি। মোট ৮৭টি প্রকাশনা সংস্থা ইহাতে অংশ নিয়াছে। শিশু একাডেমীর পরিচালক বলিয়াছেন, এই মেলা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হইল শিশুদের জন্য মানসম্মত বই প্রকাশ নিশ্চিত করা। বক্তব্যটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে শিশুদের উপযোগী মানসম্মত প্রকাশনা, চলচ্চিত্র এবং আনুষঙ্গিক শিক্ষামূলক উপকরণের অভাব যে কতোখানি প্রকট তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন। সমস্যাটি দীর্ঘকালীন হইলেও এই ঘাটতি পূরণে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ যে চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল তাহাও অস্বীকার করিবার জো নাই। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে শিশু একাডেমীর গৃহীত উদ্যোগটি ব্যতিক্রমধর্মী শুধু নহে, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে বাংলা একাডেমীর মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে অনুরূপ আরেকটি মেলা আয়োজনের যথার্থতা লইয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। বস্তুত শিশুরা যে বড়োদের মতো নহে এবং তাহাদের আচার-আচরণ ও পছন্দ-অপছন্দ সব কিছুই যে আলাদা তাহা যেমন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, তেমনি শিশুদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাদের চাহিদার প্রতি যে বিশেষ মনোযোগ ও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তাহা লইয়াও বিন্দুমাত্র দ্বিমত নাই। উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি বিশ্বের বহু দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ এই রীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। প্রসঙ্গত দীর্ঘকালীন যুদ্ধ-সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও প্রায় অবরুদ্ধ ইরানের অসাধারণ কিছু শিশুতোষ চলচ্চিত্রের উদাহরণ দেওয়া যায়। অপ্রিয় হইলেও সত্য যে নানা কারণে এই ক্ষেত্রে আমরা পিছাইয়া আছি। বাস্তবতা হইল, শিশুরাই কোটি মানুষের এই রাজধানীর মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হইলেও তুলনামূলকভাবে ভাগ্যবানদেরও জীবন কাটে ঘর আর স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে। তাহাদের খেলিবার মাঠ নাই। গুটিকয় বিদ্যালয়ে নামমাত্র পাঠাগার থাকিলেও তাহা উপেক্ষিতই পড়িয়া থাকে। গবেষণায় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ক্রমবর্ধমান টিভি ও কম্পিউটার আসক্তি শিশুদের মেধা, কল্পনা ও সৃজনশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সব মিলাইয়া, মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে তাহাদের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ। বিপথগামীও হইয়া পড়িতেছে অনেকেই। সারাদেশের চিত্রও ভিন্ন নহে। ইহা লইয়া ঘরে-বাইরে সর্বত্রই উদ্বেগ আছে; কিন্তু উদ্বেগ নিরসনের আশানুরূপ উদ্যোগ নাই বলিলেই চলে।

সেইদিক হইতে শিশু একাডেমীর উদ্যোগটি যে একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ তাহা শিশুতোষ এই মেলার প্রথমদিনেই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, মেলার পরিবেশটাই ছিল অন্যরকম। ভিড় নাই। ধাক্কাধাক্কি নাই। মা-বাবার হাত ধরিয়া শিশুরা ইচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, যতোক্ষণ খুশি বই নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিয়াছে এবং দুই হাত ভর্তি বই লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। শিশুদের পছন্দের নানা আয়োজন তাহাদের আকর্ষণ আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। শিশুদের মানস গঠন ও কল্পনাশক্তির বিকাশে বইয়ের পাশাপাশি আনন্দমুখর এই পরিবেশের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নহে। গ্রন্থমেলাকে কেন্দ্র করিয়া শিশুতোষ প্রকাশনার পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল গ্রন্থের মান। শুধু প্রকাশনাটি দৃষ্টিনন্দন হইলেই চলিবে না, একই সাথে গ্রন্থের ভাষা ও বিষয়বস্তুর প্রতিও তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হইবে। সর্বপ্রকার ভুল ও বিকৃতিকে বিষবৎ বর্জন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া সমীচীন হইবে না। সর্বোপরি, শিশু গ্রন্থমেলার উদ্যোগটি সারাদেশে সম্প্রসারিত হওয়া উচিত। তবে জাতীয় চাহিদার নিরিখে মানসম্মত গ্রন্থ প্রকাশের পাশাপাশি মাতৃভাষায় শিশুতোষ চলচ্চিত্রসহ অন্যান্য শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল উপকরণ নির্মাণের দিকেও যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক মনোযোগ দেওয়া জরুরি বলিয়া আমরা মনে করি।